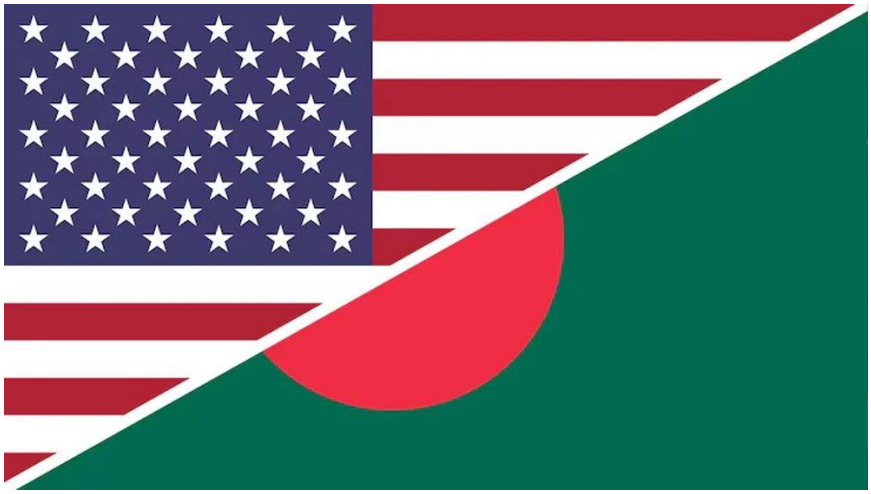
যুক্তরাষ্ট্রের ডিএফসি অর্থায়নের যোগ্য দেশের তালিকায় বাংলাদেশ



ছবি: সংগৃহীত

যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অর্থায়ন করপোরেশনের (ডিএফসি) অর্থায়ন পাওয়ার যোগ্য দেশের তালিকায় যুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ। এর ফলে অবকাঠামো, জ্বালানি ও প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন খাতে বেসরকারি বিনিয়োগের জন্য মার্কিন অর্থায়ন পাওয়ার সুযোগ বাড়বে।

সোমবার (১৬ নভেম্বর) ওয়াশিংটন ডিসি থেকে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায় ডিএফসি।

সংস্থাটি বলছে, বাংলাদেশের উন্নয়ন চাহিদা পূরণে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে এ সিদ্ধান্ত সহায়ক হতে পারে। ডিএফসির অর্থায়ন ও বিনিয়োগ ঝুঁকি কমানোর সুবিধা কাজে লাগিয়ে অর্থের অভাব কিংবা ঝুঁকির কারণে থমকে থাকা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া যাবে।

এর মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রয়োজনীয় সেবার বিস্তার এবং স্থানীয় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হবে বলে মনে করছে সংস্থাটি।

ডিএফসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বেন ব্ল্যাক বলেন, বাংলাদেশের এ যোগ্যতা অর্জন দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদার করবে। পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধিতে সহায়ক বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর সুযোগ তৈরি করবে। গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো খাতে সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা কাজে লাগানোর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত স্বার্থও এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন বলেন, উন্মুক্ত অর্থনীতি ও পারস্পরিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গতি আনবে বলে যুক্তরাষ্ট্র মনে করে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তি দেশটির সহযোগিতার অঙ্গীকারের প্রতিফলন। লক্ষ্য অর্জনে ডিএফসির অর্থায়ন ভূমিকা রাখবে এবং দুই দেশের সমৃদ্ধি বাড়াবে।

ডিএফসির বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বিশ্বের অর্ধেকের বেশি মানুষের বসবাস ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে। দ্রুত বর্ধনশীল কয়েকটি অর্থনীতিও রয়েছে এ অঞ্চলে। ফলে এখানে কৌশলগত মার্কিন বিনিয়োগের বড় সম্ভাবনা দেখছে সংস্থাটি। মুক্তবাজার অর্থনীতির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, এ অঞ্চলে মার্কিন ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি বাড়ানো এবং অর্থনৈতিক অংশীদারত্ব জোরদারে কাজ করছে ডিএফসি।